আমাদের সময়

তারিখ 09 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

■ দাবিতে অনড় শিক্ষকরা

বৈষম্য দূর করে সমতা আনুন

৯ মাস ধরে বেতন কাঠামোয় 'অসঙ্গতি-বৈষম্য' দূর করার দাবিতে কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিগুলো। সরকারের পক্ষ থেকে সাড়া না পেলে ১১ জানুয়ারি থেকে লাগাতার কর্মবিরতিতে যাবেন তারা। যার প্রভাব পড়বে শিক্ষাঙ্গনে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটুক, এমন আন্দোলন কারও প্রত্যাশা নয়।

অষ্টম বেতন কাঠামো ঘোষণার পর থেকেই গ্রেডে মর্যাদার অবনমন এবং টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বাতিলের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষকরা। এরপর সরকার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এই দাবি পর্যালোচনায় কমিটি করে। গত ৬ ডিসেম্বর বৈঠকে অর্থমন্ত্রী শিক্ষকদের তিনটি দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তার ১০ দিন পর বেতন কাঠামোর গেজেটে তার মধ্যে প্রথম দুটির প্রতিফলন ঘটেনি বলে শিক্ষকদের অভিযোগ। এই প্রেক্ষাপটে ২ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে টানা তিন ঘণ্টা বৈঠক করে এই কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষক ফেডারেশন। সে অনুযায়ী ৩ জানুয়ারি থেকে কালো ব্যাজ পরে ক্লাস নিচ্ছেন তারা। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত কর্মবিরতি ও সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। তাদের দাবি যতদিন পর্যন্ত আদায় না হবে, ততদিন পর্যন্ত লাগাতার কর্মবিরতিতে যাবেন। এর মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আলোচনার আহ্বান এলে শিক্ষক নেতারা আলোচনায় বসবেন। কিন্তু প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হবে না। শিক্ষকদের বিরোধিতার মধ্যে সরকার অষ্টম বেতন কাঠামোর গেজেট প্রকাশের পর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি দাবি আদায়ে সর্বাত্মক কর্মবিরতির হুমকি দিয়েছিল। দুঃখজনক হলো, আমলাদের জন্য বিশেষ গ্রেড তৈরি করা হলেও শিক্ষকদের সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপক পদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। ফলে অধ্যাপকরা আমলাদের নিচের স্কেলে থাকছেন। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের বৈষম্য দূর করা জরুরি। কারণ কোনো একটি ক্যাডারে হতাশা দেখা দিলে পেশার ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়বে। সব বৈষম্য দূর করে জাতীয় বেতন কাঠামোয় সমতা আনতে সংশ্লিষ্ট মহল আরও সহানুভূতিশীল হবে, এমনটি প্রত্যাশা সবার। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজের কাছ থেকে সঙ্গত কারণেই দায়িত্বশীল ও সহনশীল আচরণই আমাদের প্রত্যাশা।

সব বৈষম্য দূর করে জাতীয় বেতন কাঠামোয় সমতা আনতে সংশ্লিষ্ট মহল আরও সহানুভূতিশীল হবে, এমনটি প্রত্যাশা সবার